কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ-

মাননীয় বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য

২০১৯ সালের ডবলুপিএ ৯৯৯৬

দীপক কুমার দত্ত

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর পক্ষেঃ	শ্রী সৌভিক নন্দী, উকিল
	শ্রী সুশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল
	শ্রী অরুণ কুমার চক্রবর্তী, উকিল
	শ্রীমতি সুভশ্রী ব্যানার্জি, উকিল
উত্তরদাতা নং ২- এর জন্যঃ	শ্রী শান্তনু সিংহ, উকিল
	শ্রী অমিত কুমার রায়, উকিল
শুনানির শেষ তারিখ	১৩.০৯.২০২৩
রায়দান ঃ	০৪.১০.২০২৩

বিচারপতি, মৌসুমী ভট্টাচার্য

১. আবেদনকারী ৯.৫.২০১৭ তারিখের পরিচালক ও শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং ২৭.১১.২০১৮ তারিখে আপিল কর্তৃপক্ষের দেওয়া আদেশ এবং ২৯.০১.২০১৯ তারিখের একটি যোগাযোগ বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

বাতিলকৃত আদেশের মাধ্যমে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, ১৯৬৫ সালের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসেস (শ্রেণীবিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধিমালার ১৩ এবং ১৫ বিধি সহ পঠিত ইনস্টিটিউট উপ-আইনের ৪৩ অধ্যায় V। এর বিধি ৪৩ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আবেদনকারীর উপর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি আরোপ করেছে।

২. আবেদনকারী ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের (মাকায়াস) প্রশাসনিক-কাম-ফিনান্স অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির যুক্তি অনুসারে আবেদনকারী মামলাটি তৈরি করতে চেয়েছিলেন যে আবেদনকারী মাকায়াসের তৎকালীন পরিচালক ডঃ শ্রীরাধা দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আবেদনকারী ডঃ শ্রীরাধা দত্তের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিবের কাছে অভিযোগ করেছিলেন পরিচালক কর্তৃক সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম এর বিষয়ে ।

৪. প্রাথমিক অভিযোগ হল যে ডঃ শ্রীরাধা দত্ত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে স্মারকলিপি জারি করেছিলেন। আবেদনকারীর উকিল বলেছেন যে পরিচালক (ডঃ শ্রীরাধা দত্ত)

আবেদনকারী আর্থিক অনিয়মের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারতেন না। কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা পরিচালক সি. সি. এস (সি. সি. এ) বিধিমালা, ১৯৬৫-এর বিধি ১২-এর পরিপন্থী। কৌঁসুলি বলেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগগুলি সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৬৪-এর বিধি ৩ লঙ্ঘন করে এবং আরও যে আবেদনকারীর উপর বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে না। কৌঁসুলি বলেছেন যে পুরো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা এইভাবে কলুষিত করা হয়েছে। এটি আরও বলা হয়েছে যে আপিল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বুদ্ধি ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ ছাড়াই ।

৫. মাকাইয়াস-এর পরিচালক হিসাবে ২ নং প্রত্যর্থীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি রিট পিটিশনের সমর্থনযোগ্যতার বিষয়টি এই ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন যে যদিও সিসিএস (সিসিএ) বিধির অধীনে সংশোধন ও পর্যালোচনার বিধান রয়েছে, আবেদনকারী পুনর্বিবেচনা বা পর্যালোচনার প্রতিকার প্রয়োগ না করে এই আদালতের রিট এখতিয়ার আহ্বান করেছেন। কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন এবং তদন্ত কর্মকর্তা তাই আবেদনকারীকে সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তার প্রতিবেদন জমা দিতে এগিয়ে গেছেন। কৌঁসুলি আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশকে এই ভিত্তিতে বজায় রাখতে চান যে আবেদনকারীকে একটি ব্যক্তিগত শুনানি দেওয়া হয়েছিল।

৬. বর্তমান রিট পিটিশন দাখিলের দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি প্রথমে বলা উচিত।

৭ রিট আবেদনকারী ২০০৯ সালের ২৪শে মার্চ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান মাকায়াসের প্রশাসনিক-কাম-অর্থ আধিকারিকের পদে চাকরিতে যোগ দেন। আবেদনকারীর পরিষেবার শর্ত ভারত সরকারের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য পরিষেবা বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যা আবেদনকারীর নিয়োগপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। আবেদনকারী মাকায়াসের পরিচালক ডঃ শ্রীরাধা দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ করেছিলেন, যিনি তখন ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে কাজ করছিলেন। ডঃ শ্রীরাধা দত্তের দ্বারা করা কথিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কিত অভিযোগগুলি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘন করে। এরপরে শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ৯.৫.২০১৭-এর আদেশে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হয় এবং অবিলম্বে কার্যকরভাবে ম্যাকাইয়াসের চাকরি থেকে আবেদনকারীর উপর বাধ্যতামূলক অবসরের জরিমানা আরোপ করে। আবেদনকারী ম্যাকাইয়াসের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে আবেদনকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশকে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। আবেদনকারী ২০১৮ সালের অক্টোবরে যথাযথ বিন্যাসে আপিলটি পুনরায় জমা দিয়েছিলেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ২৭.১১.২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত আপিলটি খারিজ করে দেয় যা ছিল আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে এবং বিচারের প্রকৃতিকে লঙঘন করে ।

৮. এরপর ৯.৫.২০১৭ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশের মাধ্যমে শাস্তিমূলক কার্যক্রম শেষ হয়। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত পোষণ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারীকে MAKAIAS-এর চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি আরোপ করে। আবেদনকারী ১৫.১১.২০১৮ তারিখে MAKAIAS-এর নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কাছে চিঠি লিখে জানান যে আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করবেন। আবেদনকারী ২০১৮ সালের অক্টোবরে যথাযথ ফর্ম্যাটে পুনরায় আপিল জমা দেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ২৭.১১.২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত আপিল খারিজ করে দেন যা আবেদনকারীকে ২৯.১.২০১৯ তারিখের একটি চিঠির আড়ালে জানানো হয়েছিল।

৯ আবেদনকারী ৯.৫.২০১৭-এর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশের পাশাপাশি বর্তমান রিট পিটিশনে ২৭.১১.২০১৮ এর আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

১০ আবেদনকারী এবং মাইকাইয়াস -এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা প্রকাশিত উপাদান থেকে আদালত উপসংহারে পৌঁছানোর আগে, ৯.৫.২০১৭-এর প্রথম বিতর্কিত আদেশের বিষয়বস্তু হল নীচে বর্ণিত।

১১. বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশটি এমএকেএআইএএস-এর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পাস করা হয়েছিল, যার নাম ডঃ শ্রীরাধা দত্ত ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পদে অভিযুক্ত ক্রমটির ৭. ১২. ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত চার্জগুলির নিবন্ধগুলির উপর ভিত্তি করে।

স্মারকলিপিতে মোট সাতটি অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি আবেদনকারীর যুগ্ম সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে চিঠি সম্পর্কিত ছিল যার মধ্যে পরিচালক/শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। অন্য চারটি অভিযোগ জড়িত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ।

১২. অভিযুক্ত আদেশটি অভিযোগগুলি বিবেচনা করে এবং এই উপসংহারে পৌঁছে যে পরিচালকের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের আবেদনকারীর অভিযোগের কোনও যোগ্যতা ছিল না এবং আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচালক/শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে বদনাম ও বদনাম করেছিলেন। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের (মাকায়াসের পরিচালক) যোগ্যতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য আবেদনকারীর (অভিযুক্ত কর্মকর্তা) পক্ষ থেকেও গুরুতর অবাধ্যতা খুঁজে পেয়েছে।শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত আধিকারিকের অনুসন্ধানের সঙ্গে আরও একমত হয় এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নিবন্ধগুলির সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং সিসিএস (সিসিএ)-এর বিধি ১৩ উপ-বিধি ২ এবং বিধি ১৫ উপ-বিধি ৫-এর সঙ্গে পঠিত ইনস্টিটিউটের বিধি ৪৩ অধ্যায় ৬-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনকারীর উপর বাধ্যতামূলক অবসরের জরিমানা আরোপ করার জন্য অগ্রসর হয় বিধিমালা, ১৯৬৫ এর বিধি ১৩ এর উপবিধি ২ এবং উপবিধি ১৫ এবং উপবিধি ৫ এর সিসিএস (সিসিএ)।

১৩. আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার পর আপিল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বাধ্যতামূলক অবসরের জরিমানা সংগঠনের স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং সেই অনুযায়ী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

১৪. এটা অবিসংবাদিত যে ড. শ্রীরাধা দত্ত, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে মাকায়াসের পরিচালক ছিলেন, শুরু থেকেই কার্যধারায় আগ্রহী পক্ষ ছিলেন। বরখাস্তের আদেশে ড. শ্রীরাধা দত্ত স্বাক্ষর করেছিলেন, অভিযোগ স্মারকে ড. শ্রীরাধা দত্ত স্বাক্ষর করেছিলেন এবং বাধ্যতামূলক অবসরের জরিমানা আরোপের আদেশে ড. শ্রীরাধা দত্ত স্বাক্ষর করেছিলেন।

১৫. ডঃ শ্রীরাধা দত্ত একজন আগ্রহী ব্যক্তি বলে আদালতের সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে তাঁর এই আদেশগুলিতে স্বাক্ষর করার কারণে নয়, বরং বাধ্যতামূলক অবসরের বিতর্কিত আদেশের বিষয়বস্তু গঠনকারী স্মারকলিপির সাতটি অভিযোগের মধ্যে তিনটিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এটি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগের নিবন্ধের ১ম, ৪র্থ এবং ৫ম অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট হবে যা বিশেষভাবে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ শ্রীরাধা দত্তের দ্বারা করা আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের কাছে আবেদনকারীর অভিযোগগুলির সাথে সম্পর্কিত। পরিচালক ছিলেন ডঃ শ্রীরাধা দত্ত।শ্রীরাধা দত্ত যিনি পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবেও দ্বিগুণ হয়ে যান এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করেন। ডঃ শ্রীরাধা দত্ত ইনস্টিটিউটের উপ-আইন এবং সিসিএস (সিসিএ) বিধির অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা জারি করেন।

১৬. এটি লক্ষণীয় যে পরিচালক ডঃ শ্রীরাধা দত্ত একমাত্র শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ছিলেন যিনি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগগুলি বিবেচনা করেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে করা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানে এসেছিলেন। এটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে অভিযোগগুলি যোগ্যতাবিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর পক্ষ থেকে গুরুতর অবাধ্যতা খুঁজে পেয়েছিল। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই আদালতে আবেদনকারীর দায়ের করা রিট পিটিশনগুলিকে "মজাদার" বলে মনে করেছিল এবং "একেবারে বুদ্ধিহীন ভিত্তিতে" দায়ের করেছিল (শৃঙ্খলা বিভাগ দ্বারা ব্যবহৃত শব্দগুলি) কর্তৃপক্ষ)।

১৭ বাধ্যতামূলক অবসরের বিতর্কিত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে পরিচালক-কাম-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে বিবাদ করতে সক্ষম হননি উত্তরদাতা মাকিয়াস। একমাত্র প্রতিরক্ষা নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত অভিযোগ পরিচালকের সাথে সম্পর্কিত নয়। ইনস্টিটিউট আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার দিকেও ইঙ্গিত করে। অন্য প্রতিরক্ষা হল যে আবেদনকারীর কাছে সিসিএস (সিসিএ) নিয়মের ২৯ এবং ২৯এ-এর আকারে পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার উপলব্ধ রয়েছে যা একটি আদেশ থেকে সংশোধন এবং পর্যালোচনার ব্যবস্থা করে জরিমানা আরোপ করা হয় ।

১৮. এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির কোনওটিই অবশ্য প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। পরিচালক যিনি আবেদনকারীর আর্থিক অভিযোগের প্রাপ্তির শেষে ছিলেন

একই সময়ে সময় এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অবসরের সর্বোচ্চ জরিমানা পাস করে। সংক্ষেপে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ/পরিচালক তার নিজের কারণে একজন বিচারক হয়ে ওঠেন যা কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য খেলার নীতির অন্যতম মৌলিক লঙ্ঘন। এটি বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ/ডাঃ শ্রীরাধা কার্যধারায় দত্ত একজন আগ্রহী পক্ষ ছিলেন।

১৯. অর্জুন চৌবে বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮৪) ২ এস. সি. সি ৫৭৮-এ ঠিক এই বিষয়টিই ছিল, যা সুপ্রিম কোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্ত ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, একজন বিচারক এবং একজন সাক্ষীর ভূমিকা একজন এবং একই ব্যক্তির দ্বারা পালন করা যাবে না, কারণ ভূমিকাগুলি একত্রিত হলে বিচারকের পক্ষে সমানভাবে মাপকাঠি ধরে রাখা কঠিন হবে। এই সিদ্ধান্তটি মহম্মদ ইউনুস খান বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১০) ১০ এস. সি. সি ৫৩৯-এ অনুসরণ করা হয়েছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট খুঁজে পেয়েছিল যে পক্ষপাতিত্বের একটি উপাদানের অস্তিত্ব সমগ্র শৃঙ্খলামূলক কার্যধারাকে কলুষিত করে এবং আপিল পর্যায়ে এই ধরনের ত্রুটি নিরাময় করা যায় না।সুপ্রিম কোর্ট আরও মতামত দিয়েছে যে কোনও ব্যক্তি তার নিজের সাক্ষ্যকে এমন একটি বিতর্কে প্রত্যয়িত করতে পারে না যেখানে সে/ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে বা যে কোনও ক্ষমতায় বিরোধটি মোকাবিলা করেছে।

২০. পক্ষপাতের উপাদানটি প্রকৃত পরিস্থিতি বা বস্তুনিষ্ঠতার অভাবের একটি প্রমাণিত উদাহরণের উপর ভিত্তি করে নাও হতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে হতে পারে যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যার সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। যদি কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা অভিযোগ বা অভিযোগ উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে যায়

যে ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে, সিদ্ধান্তটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির উপর দুর্বল হবে। প্রথম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করে পরবর্তী যে কোনও সিদ্ধান্তও একইভাবে কলুষিত হবে কারণ পক্ষপাতের উপাদানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে নিরাময় করা যায় না।

২১. সংক্ষেপে, নিয়মটি এমন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে যার শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে ব্যক্তিগত অংশীদারিত্ব রয়েছে; সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে এই ধরনের কার্যধারা থেকে দূরে রাখতে হবে। পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা একজন বিচারক হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তির অযোগ্যতার মতো কাজ করে কারণ কোনও ব্যক্তি তার নিজের প্রতিরক্ষায় উত্তর দিতে পারে না বা তার আচরণকে প্রত্যয়িত করতে পারে না যেখানে ব্যক্তি একটি শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বিচার করছে। আইনের শাসন এমন কার্যধারায় স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা দাবি করে যেখানে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলক পরিণতির সাথে দেখা হবে। অভিযুক্ত কর্মকর্তার যদি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ন্যায্যতা বা নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছুটা আশঙ্কা থাকে, তবে পরেরটিকে অবশ্যই নিজেকে কার্যধারা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

২২. বর্তমান মামলায় প্রকাশিত উপাদানগুলি দেখায় যে আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে পরিচালক/শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত জড়িত থাকার ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্বের বেশ কয়েকটি অভিযোগ করেছেন এবং এমনকি এই আদালতে একটি রিট পিটিশনও দায়ের করেছেন। তবে, উত্থাপিত উদ্বেগের সমাধান শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা হয়নি যারা ৭.৪.২০১৭ পাস করা হয় এই আদালতের একজন বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা, যা তারিখের আদেশ দ্বারা জোরদার শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

২৩. আপিল কর্তৃপক্ষের ২৭.১১.২০১৮ তারিখের আদেশ, যা ২৯.১.২০১৯-এ আবেদনকারীকে জানানো হয়েছে, যা বিতর্কিত দ্বিতীয় আদেশ, প্রাসঙ্গিকতা হারায় এবং সামান্য পরিণতি লাভ করে কারণ প্রথম আদেশটি প্রকৃত পক্ষপাতের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করা হয়েছে। যেমনটি মোহাম্মদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। ইউনুস খানের ত্রুটি বা পক্ষপাত আপিল পর্যায়ে নিরাময় করা যাবে না, এমনকি আপিল কর্তৃপক্ষের ন্যায্যতা বিতর্কঃ এস পার্থসারথি বনাম এ. পি. রাজ্য; (১৯৭৪) ৩ এস. সি. সি ৪৫৯. -এর বাইরে হলেও।

২৪. সিসিএস (সিসিএ)-এর ২৯ এবং ২৯এ বিধির অধীনে সংশোধন ও পর্যালোচনার বিকল্প প্রতিকারের বিষয়ে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে নিয়মগুলি প্রাসঙ্গিক নয় এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত হয়।

২৫. বর্তমান মামলার তথ্যে পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি এমনকি একটি আশঙ্কাও নয়, বরং এটি প্রকৃত পক্ষপাতের একটি ঘটনা যেখানে এমএকেএআইএএস-এর পরিচালক ও শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আগ্রহী পক্ষ হিসাবে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। ইনস্টিটিউট এই অভিযোগ অস্বীকার করতে সক্ষম হয়নি। ৭.৪.২০১৭-এর একক বেঞ্চের আদেশটি ইনস্টিটিউটটি সেই আদেশ হিসাবে স্থগিতাদেশের পর্যায়ে পাস করাকে সহায়তা করবে না।

২৬. অতএব, এই আদালত দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, বাধ্যতামূলক অবসরের ৯.৫.২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া উচিত। ২৭.১১.২০১৮ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ, যা আপোস করা হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ, সেটিও বাতিল হিসাবে ঘোষিত হতে বাধ্য।

২৭. তদনুসারে আবেদনকারীকে ৯.৫.২০১৭ এবং ২৭.১১.২০১৮ তারিখের আদেশগুলি বাতিল করে ২০১৯ সালের ডবলুপিএ ৯৯৯৬ অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাইকাইস জরিমানার আদেশটি বাতিল করে দেবে এবং আবেদনকারীকে ৯.৫.২০১৭ তারিখের আদেশের আগে আবেদনকারীর দখলে থাকা পদে পুনর্বহাল করবে। নির্বাহী কাউন্সিলের তারিখের ২৮.১১.২০১৮-এর সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত আদেশের সত্যতার পরিমাণ পর্যন্ত, একইভাবে বাতিল করা হয়েছে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, মৌসুমী ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly